মুসলিম ও মুসলমানদের ধর্মানুভূতির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ববাসীর প্রতি সার্বজনীন বিবৃতি

বিসমিল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন রাসুলিল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিগত কয়েক সপ্তাহ নাগাদ ফ্রান্সের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফরাসি সরকারের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী ধর্মানুভূতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আগ্রাসন নিশ্চয় বিশ্ববাসীর চোখ এড়ায়নি। গভীর আদর্শিক কারণ ও আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব ফেলা সহ বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তারা এসকল বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষীদের উসকে দিচ্ছে।

চলমান ইস্যুর সূচনা মূলত, ম্যাক্রন সরকার কতৃক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র অংকনকে সমর্থন করে শুরু হয়েছিল। তারপর তাদের আগ্রাসন ফ্রান্সের মুসলমানদের জীবনযাত্রা এবং তাদের সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে হানা দিতে শুরু করে। এসব কর্মকাণ্ডের কিছু ফিরিস্তি নিচে তুলে ধরা হলো,

১। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অব্যাহত ধৃষ্টতা প্রদর্শন এবং আপত্তিকর কার্টুন ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিবেচনা করা। এমনকি এটাকে তাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূক্তকরণ।
২। ফ্রান্সের বিপুল সংখ্যক মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার বন্ধ করার মাধ্যমে দম্ভ প্রদর্শন।
৩। 'ইসলামী বিচ্ছিন্নতাবাদে'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাতে প্রহসনমূলক আইন কার্যকর করা। এই আইনগুলো মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার উপর একটি সুস্পষ্ট একচেটিয়া আক্রমণ। আইনী সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে ও নির্বাসন শাস্তির ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমানদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কেড়ে নেওয়া তাদের মুল লক্ষ্য।
৪। ফ্রান্সের মুসলিম নেতৃবর্গের উপর চাপ সৃষ্টি করা। ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি ধর্ম (সেক্যুলার) ঘোষণা দেওয়া ও মুসলমানদের উপর ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন একটি নোটিশে স্বাক্ষর করার জন্যে দুই সপ্তাহের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
৫। স্কুলগুলোতে মুসলিম শিশুদের টার্গেট করা। তাদের সামনেই ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে কটুক্তি করে যাওয়া। বিশেষতঃ ইসলামের বিধান এবং নবিজীকে নিয়ে কটুক্তির ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করলে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এমনকি অভিভাবকগণ বাচ্চাদের সামনে এসব ব্যঙ্গ চিত্র দেখানো ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দিতে অনুরোধ করলে তাদেরকেও শাস্তির সম্মুখীন করা হচ্ছে।
৬। পুলিশ ও প্রশাসনের দমনপীড়নমূলক কর্মকান্ড আড়াল করতে তাদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানে আইন প্রণয়ন।
৭। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপত্তিকর ছবি শুধুমাত্র ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার কারণে মুসলিম শিশুদের উপর হামলা করা, পুলিশ তাদের বাড়িতে ঝটিকা অভিযান চালানো এবং সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা।

উপরোক্ত সকল অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা এই বিবৃতি প্রদান করছি যে,

১। ফ্রান্স সরকার আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র অংকন করে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আমরা নবিজীর সম্মান রক্ষায় ফ্রান্সের যাবতীয় পণ্য বয়কট করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ

'মুমিনগণ,তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।'

এবং ইতিমধ্যে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়া ব্র্যান্ডগুলিকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করার জন্যও মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইলো।

২। বিশ্বব্যাপী মুসলিম ব্যবসায়ীদের সক্রিয়ভাবে এই পণ্য বর্জনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

৩। আমরা ফ্রান্সে অবস্থানরত আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, অবিচল থাকা, ধৈর্য ধারণ ও তাদের দাবীর উপর অটল থাকার দৃঢ় পরামর্শ দিচ্ছি।

৪। আমরা ফ্রান্সের মুসলমানদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমরা তাদের আন্দোলনে তাদের পাশে আছি। ইসলাম বিরোধী এই হামলার মুখে তারা যেন বিন্দুমাত্র সরে না আসেন, দীনের ক্ষেত্রে কোন রকম যেন ছাড় না দেন। তাদের উপর আরোপিত অন্যায্য আইন মেনে নেয়া স্পষ্টতই দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার নামান্তর। যদি এই বাস্তবতা এই প্রজন্মের মধ্যে পুরোপুরি পরিলক্ষিত নাও হয়, তবে এটি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দেখা দিবে। তাই তাদের জন্য আবশ্যক, এই সকল শর্তাবলী ও অবৈধভাবে আরোপিত নিয়ম-কানুন যারা গ্রহন করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করা।

৫। ইউরোপ এবং বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই সমস্ত উপলভ্য উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে যথাসাধ্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ

তোমরাই তো সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির উদ্দেশ্যে যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে।

৬। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শনীর বিরূদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলন দমাতে ফরাসি ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া নানান সুযোগের আশ্রয় নিতে পারে। এই ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি।

৭। আমরা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদেরকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে একযোগে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত হ্যাশট্যাগ ব্যবহারের আহবান জানাচ্ছি,

- বাংলায় হ্যাশট্যাগ #قاطع_فرنسا (যেন এটি আন্তর্জাতিক ট্রেন্ডে অবস্থান করে)
- দিবস উল্লেখসহ বাংলায় হ্যাশট্যাগ #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية[رقم اليوم] (যেন এটি জাতীয় ট্রেন্ডে অবস্থান করে)
- ইংরেজী হ্যাশট্যাগ #BoycottFrance (যেন এটি আন্তর্জাতিক ট্রেন্ডে অবস্থান করে)

পরিশেষে, যদি আমরা আমাদের দ্বীন রক্ষা করতে না পারি এবং ফ্রান্সকে বর্জন করতে ব্যর্থ হই, তবে তারা তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নে সফল হয়ে যাবে। এই পরিকল্পনা সফল হলে এটা অন্যান্য বিধর্মী রাষ্ট্রকে ফ্রান্সের পদাংক অনুসরণ করে তাদের দেশে বসবাসরত মুসলিমদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাতে সাহস যোগাবে। আমাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলবে।

হাদীসে আছে,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الواحد

মু'মিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়।

আমরা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের অনুসরণ না করি তবে শত্রুর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তারই হাতে আমাদের বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করুন। আমীন।।

www.france-boycott.com